বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ

সেবা কার্যক্রম নির্দেশিকা

টি.সি.বি ভবন (৬ষ্ঠ তলা) কাওরান বাজার, ঢাকা- ১২১৫।
ফোন ঃ ৮১২৭২৭৬, ৯১১৮১৪০, ৯১৪২৪৮১
ফ্যাক্স ঃ ৯১২২৬২৭

Website: www.bsbk.gov.bd

বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ

সেবা কার্যক্রম নির্দেশিকা

Evaluation Copy
PDF Creator Plus 4.0

গুরুত্বপূর্ণ টেলিফোন নম্বর সমূহ

প্রধান কার্যালয়

চেয়ারম্যান	ঃ ৮১২৭২৭৬
সদস্য (উন্নয়ন)	ঃ ৯১২৯৫৬৬
সদস্য (প্রশাসন)	ঃ ৯১৩২৭২৮
সদস্য (ট্রাফিক)	ঃ ৯১৩০৬২১
পরিচালক (প্রশাসন)	ঃ ৯১১৮১৪০
পরিচালক (অডিট)	ঃ ৯১২২৩৬৫
পরিচালক (হিসাব)	ঃ ৯১৪০৭৭২
সচিব	ঃ ৯১২৩৭৫৭
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)	ঃ ৯১৪২৪৮১
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	ঃ ৯১৩০৯২৩

বেনাপোল স্থল বন্দর

পরিচালক (ট্রাফিক)	ঃ ০৪২২৮-৭৫২৯৬
উপ-পরিচালক (ট্রাফিক)	ঃ ০৪২২৮-৭৬১৯৬
সিনিয়র সহকারী পরিচালক (ট্রাফিক)	ঃ ০৪২২৮-৭৫২৯৬
সহকারী পরিচালক (ট্রাফিক) সার্কেল	ঃ ০৪২২৮-৭৫২৯৬
সহকারী পরিচালক (ট্রাফিক) রাজস্ব	ঃ ০৪২২৮-৭৫২৮০
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	ঃ ০৪২২৮-৭৫২৯৬

২০০১ সালের ২০নং আইনের আওতায় বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষে কার্যাবলী

ক) স্থল বন্দর পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণের নীতি প্রণয়ন।

খ) স্থল বন্দরে পণ্য গ্রহণ, সংরক্ষণ ও প্রদানের জন্য অপারেটর নিয়োগ।

গ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে স্থল বন্দর ব্যবহারকীদের নিকট হতে আদায়যোগ্য কর, টোল, রেইট ও দিনের তফসিল প্রণয়ন; এবং স্থল বন্দর স্থাপনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে কারো সাথে চুক্তি সম্পাদন।

অধীনস্থ বন্দর সমূহের তালিকা

১। বেনাপোল (বাস্থবক কর্তৃক পরিচালিত)

২। সোনামসজিদ (BOT ভিত্তিতে পরিচালিত)

৩। হিলি (BOT ভিত্তিতে পরিচালিত)

৪। টেকনাফ (BOT ভিত্তিতে পরিচালিত)

৫। বাংলাবান্ধা (BOT ভিত্তিতে পরিচালিত)

৬। বিরল (কার্যক্রম শুরু হয়নি)

৭। বিবির বাজার (কার্যক্রম শুরু হয়নি)

৮। বুড়িমারী (কার্যক্রম শুরু হয়নি)

৯। হালুয়াঘাট (কার্যক্রম শুরু হয়নি)

১০। তামাবিল (কার্যক্রম শুরু হয়নি)

১১। আখাউড়া (কার্যক্রম শুরু হয়নি)

১২। ভোমরা (কার্যক্রম শুরু হয়নি)

১৩। দর্শনা (কার্যক্রম শুরু হয়নি)

Evaluation Copy
PDF Creator Plus 4.0

বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত
বেনাপোল স্থল বন্দরের সেবা কার্যক্রম

আমদানি কার্যক্রম

আমদানিকৃত পণ্যচালান স্থল বন্দরে প্রবেশের সময় কার্যক্রম ঃ

কাস্টম্‌স কার্গো শাখা ভারতীয় পণ্যবাহী গাড়ী প্রবেশের জন্য অনুমতি প্রদান করে। শুল্ক কর্মকর্তার স্বাক্ষরসহ অনুমতি সাপেক্ষে ৪টি মেনিফেস্ট কপি ও ক্রু মেনিফেস্ট কপি নিয়ে পণ্যবাহী গাড়ী বাংলাদেশে প্রবেশ করে।

পণ্যচালান বন্দর এলাকায় প্রবেশের পর কার্যক্রম ঃ

আমদানিকৃত পণ্য চালান তিন ধরনের হয়ে থাকে

- **আমদানিকৃত সাধারণ পণ্য চালান।**
- **আমদানিকৃত পচনশীল ভোগ্য পণ্য চালান**
- **আমদানিকৃত রিকন্ডিশন্ড/নতুন গাড়ীর পণ্য চালান।**

আমদানিকৃত সাধারণ পণ্য চালান

ট্রাক টার্মিনাল

ক) ট্রাফিক ইন্সপেক্টর (ট্রাক টার্মিনাল) বরাবর নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট গাড়ীচালক প্রদর্শন করবেন ঃ

১) মেনিফেস্ট ০৩ কপি (কাস্টম্‌স কর্মকর্তা, কার্গো শাখা কর্তৃক সত্যায়িত)
২) ক্রু মেনিফেস্ট কপি (কাস্টম্‌স কর্মকর্তা, কার্গো শাখা কর্তৃক সত্যায়িত)

খ) পূর্ণাঙ্গ দলিলাদি প্রাপ্তির সাথে সাথে ওয়েব্রীজ পণ্যসহ গাড়ীর ওজন পূর্বক ওজন স্লিপ দেয়া হবে।

গ) পণ্য শেডে আনলোড না হওয়া পর্যন্ত পণ্যবাহী ট্রাক টার্মিনালে অবস্থান করবে।

ঘ) ট্রাক টার্মিনাল ত্যাগকালে নির্ধারিত হারে চার্জ পরিশোধ পূর্বক পার্কিং স্লিপ গ্রহণ করতে হবে।

সাধারণ পণ্য চালান বন্দরে/শেড ইয়ার্ডে আনলোড কার্যক্রম

পোষ্টিং শাখা

ক) সংশ্লিষ্ট ট্রাফিক ইন্সপেক্টর (পোষ্টিং) বরাবর মেনিফেস্ট কপি সহ (কাস্টমস কার্গো শাখা এবং ট্রাক টার্মিনালে নিয়োজিত কর্মকর্তার স্বাক্ষর সম্বলিত) সি এন্ড এফ প্রতিনিধিকে পণ্য চালান পোষ্টিং নিতে হবে।

খ) বন্দরে পণ্যের ধরণ অনুযায়ী শেড/ইয়ার্ডে জায়গা খালি থাকা সাপেক্ষে পোষ্টিং প্রদান করা হবে।

শেড/ইয়ার্ডে আনলোড

ক) সংশ্লিষ্ট ট্রাফিক ইন্সপেক্টর (শেড/ইয়ার্ড) বরাবর (কাস্টম্‌স কর্মকর্তা, কাস্টম্‌স কার্গো শাখা ও ট্রাফিক ইন্সপেক্টর, ট্রাক টার্মিনাল ওয়েব্রীজ/স্কেল শাখা এবং ট্রাফিক ইন্সপেক্টর পোষ্টিং শাখা এর স্বাক্ষর সম্বলিত) নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র সি এন্ড এফ এজেন্ট/প্রতিনিধিকে প্রদর্শন করতে হবে ঃ

১) মেনিফেস্ট ০৩ (তিন) কপি

২) ক্রু মেনিফেস্ট কপি।

খ) পূর্ণাঙ্গ কাগজ পত্রাদি প্রাপ্তির পর এবং সংশ্লিষ্ট শেড/ইয়ার্ডে পর্যাপ্ত জায়গা খালি হওয়া সাপেক্ষে পণ্য চালান শেড/ইয়ার্ডে তৎক্ষণাৎ আনলোড কার্যক্রম শুরু করা হবে।

গ) সংশ্লিষ্ট শেড ইনচার্জ লেবার হ্যান্ডলিং ঠিকাদার গ্রুপ/ইকুইপমেন্টকে পণ্য চালান আনলোডের জন্য রিকুইজিশন সরবরাহ করবে

ঘ) সে অনুযায়ী পণ্যচালান শেডে আনলোড করা হবে।

Evaluation Copy
PDF Creator Plus 4.0

৬) পণ্য চালান যথাযথ মাধ্যমে ডেলিভারি না হওয়া পর্যন্ত শেড/ইয়ার্ডে সংরক্ষিত অবস্থায় থাকবে।

বন্দরে আনলোডকৃত পণ্য সংরক্ষণ

সংশিষ্ট ট্রাফিক ইন্সপেক্টর (শেড/ইয়ার্ড) আনলোডকৃত পণ্য চালান সমূহ সংরক্ষণের যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে ঃ

১) পণ্য চালান সঠিকভাবে সংরক্ষণের জন্য টালি কার্ড স্থাপন করবে।

২) পণ্য চালান সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণকরবে।

৩) পণ্য চালান আনলোপের পর হতে ডেলিভারি না হওয়া পর্যন্ত শেডে সংরক্ষিত অবস্থায় থাকবে।

৪) শেড ইনচার্জ ০১ কপি মেনিফেস্ট গ্রহণ করবে এবং সিলসহ স্বাক্ষর পূর্বক মন্তব্য লিখে মেনিফেস্ট শাখায় জমা করবে।

শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রাজস্ব আদায় কার্যক্রম

কাস্টম্‌স কর্তৃপক্ষ রাজস্ব আদায়ের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে রিলিজ অর্ডার প্রদান করে। কাস্টম্‌স রিলিজ অর্ডার প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ বন্দর এলাকা হতে পণ্য চালান ডেলিভারি কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

বন্দর হতে পণ্য চালান বিতরণ/ডেলিভারি কার্যক্রম

ক) সংশিষ্ট পরিচালক (ট্রাফিক)/উপ-পরিচালক/সিনিয়র সহকারী পরিচালক (ট্রাফিক)/সহকারী পরিচালক (ট্রাফিক) বরাবর নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র সি এন্ড এফ এজেন্ট/প্রতিনিধিকে আবেদন করতে হবে।

১) মেনিফেস্ট কপি (সংশিষ্ট সি এন্ড এফ এজেন্ট/প্রতিনিধিকে পণ্য চালানের মেনিফেস্ট কপি বন্দরের মেনিফেস্ট শাখা হতে উত্তোলন করতে হবে)
২) কাস্টম্‌স রিলিজ অর্ডার কপি (পণ্য চালানের কাস্টম্‌স রিলিজ অর্ডার কপি কাস্টম্‌স হাউস কর্তৃক প্রদত্ত)
৩) ইনভয়েজ/প্যাকিং লিস্ট (সংশিষ্ট কাস্টম্‌স কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত)

৪) বিল অব এন্ট্রি (সংশিষ্ট কাস্টম্‌স কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত)

৫) সি আর এফ কপি (সংশিষ্ট কাস্টম্‌স কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত)

(খ) বন্দরের সংশিষ্ট বিল শাখা কর্তৃক সকল কাগজপত্রাদি যাচাই-বাছাই পূর্বক সঠিক পাওয়া গেলে এ্যাসেস্‌মেন্ট শীট প্রস্তুতপূর্বক নির্ধারিত বন্দর মাশুল সি এন্ড এফ এজেন্ট কর্তৃক চালানের মাধ্যমে ব্যাংকে জমা প্রদান সাপেকেষ বন্দরের রিলিজ অর্ডার ইস্যু করা হবে।

(গ) রিলিজ অর্ডার পাওয়ার পর এক্সিট পাস ইস্যু করা হবে।

(ঘ) এক্সিট পাস নিরাপত্তা ফটকে জমা দিয়ে লোডকৃত দেশী পণ্যবাহী ট্রাক বন্দর এলাকা ত্যাগ করবে।

আমদানিকৃত পচনশীল ভোগ্য পণ্য চালান

ট্রান্সশিপমেন্ট ইয়ার্ড

ক) ট্রাফিক ইন্সপেক্টর (ট্রান্সশিপমেন্ট ইয়ার্ড) বরাবর নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র সংশিষ্ট গাড়ীচালক/প্রতিনিধি দাখিল করবেঃ

১) মেনিফেস্ট ০৩ কপি (কাস্টম্‌স কর্মকর্তা, কার্গো শাখা কর্তৃক সত্যায়িত কপি)

খ) সংশিষ্ট দলিলাদি প্রাপ্তির সাথে সাথে শেড ইনচাজ্ উক্ত পণ্যচালান রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করবেন এবং আমদানিকৃত পচনশীল গাড়ী বন্দরে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করবে।

গ) পণ্য চালান ডেলিভারি না হওয়া পর্যন্ত পণ্যবাহী ট্রাক ট্রান্সশিপমেন্ট ইয়ার্ডে অবস্থান করবে।

Evaluation Copy
PDF Creator Plus 4.0

শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রাজস্ব আদায় কার্যক্রম

কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষ রাজস্ব আদায়ের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে রিলিজ অর্ডার প্রদান করবে। কাস্টমস্ কর্তৃক প্রদত্ত রিলিজ অর্ডার প্রাপ্তির পর বন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দর এলাকা হতে পণ্য চালান ডেলিভারী কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

পণ্য চালান বিতরণ/ডেলিভারী কার্যক্রম

ক) সংশ্লিষ্ট পরিচালক (ট্রাফিক)/উপ-পরিচালক/সিনিয়র সহকারী পরিচালক(ট্রাফিক)/সহকারী পরিচালক(ট্রাফিক) বরাবর নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র সহ সকল সিএন্ডএফ এজেন্ট/প্রতিনিধিকে আবেদন করতে হবে।

১) মেনিফেস্ট কপি (সংশ্লিষ্ট সিএন্ডএফ এজেন্ট/প্রতিনিধিকে পণ্য চালানের মেনিফেস্ট কপি বন্দরের টান্সশিপমেন্ট শাখা হতে উত্তোলন করতে হবে)
২) কাস্টমস্ রিলিজ অর্ডার কপি (পণ্য চালানের কাস্টমস্ রিলিজ অর্ডার কপি কাস্টমস্ হাউজ কর্তৃক প্রদত্ত)
৩) ইনভয়েজ/পার্কিং লিস্ট (সংশ্লিষ্ট কাস্টমস্ কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত)
৪) বিল অব এন্ট্রি (সংশ্লিষ্ট কাস্টমস্ কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত)
৫) সিআরএফ কপি (সংশ্লিষ্ট কাস্টমস্ কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত)

খ) বন্দরের সংশ্লিষ্ট ট্রান্সশিপমেন্ট শাখা কর্তৃক সকল কাগজপত্র যাচা-বাছাই করে সঠিক পাওয়া গেলে এ্যাসেসমেন্ট শীট প্রস্তুত পূর্বক চালানের মাধ্যমে নির্ধারিত বন্দর মাশুল ব্যাংকে জমা সাপেক্ষে বন্দরের রিলিজ অর্ডার ইস্যু করা হবে।

গ) রিলিজ অর্ডার পাবার পর ট্রাক টু ট্রাক পণ্য খালাসের কার্যক্রম সম্পন্ন হলে এক্সিট পাস ইস্যু করা হবে।

ঘ) এক্সিট পাস এর কপি নিরাপত্তা ফটকে জমা দিয়ে পণ্যবাহী ট্রাক বন্দর এলাকা ত্যাগ করবে।

আমদানিকৃত রিকন্ডিশন্ড/ নতুন গাড়ীর পণ্য চালান

ট্রাক টার্মিনাল (বাংলাদেশ অংশ)

ক) ট্রাফিক ইন্সপেক্টর ট্রাক টার্মিনাল (বাংলাদেশ অংশ) বরাবর নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট সিএন্ডএফ এজেন্ট/প্রতিনিধি দাখিল করবেঃ

১) মেনিফেস্ট ০৩ কপি (কাস্টমস্ কর্মকর্তা, কাস্টমস্ কার্গো শাখা কর্তৃক প্রদত্ত)।
২) ক্রু মেনিফেস্ট কপি (কাস্টমস্ কর্মকর্তা, কাস্টমস্ কার্গো শাখা কর্তৃক প্রদত্ত)।

খ) সংশ্লিষ্ট দলিলাদি প্রাপ্তির সাথে সাথে শেড ইনচার্জ উক্ত পণ্যচালান রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করবেন এবং আমদানিকৃত গাড়ী গ্রহণ করবেন।

গ) পণ্য চালান/গাড়ী ডেলিভারী না হওয়া পর্যন্ত পণ্য চালান/গাড়ী ট্রাক টার্মিনালে অবস্থান করবে।

পোষ্টিং শাখা

ক) সংশ্লিষ্ট ট্রাফিক ইন্সপেক্টর (পোষ্টিং) বরাবর মেনিফেস্ট কপি সহ (কাস্টমস্ কার্গো শাখা ও উক্ত টার্মিনালে নিয়োজিত কর্মকর্তার স্বাক্ষরিত) সিএন্ডএফ এজেন্ট/প্রতিনিধিকে পণ্য চালান পোষ্টিং নিতে হবে।

খ) বন্দরে পণ্যের ধরণ অনুযায়ী শেড/ইয়ার্ডে খালি জায়গা থাকা সাপেক্ষে পণ্য চালান পোষ্টিং প্রদান করা হবে।

গ) পোষ্টিংকৃত পণ্য চালান নির্ধারিত শেড/ইয়ার্ডে খালি জায়গা থাকা সাপেক্ষে দিনে দিনেই আনলোড করা হবে।

Evaluation Copy
PDF Creator Plus 4.0

পণ্যচালান বন্দরের শেড/ইয়ার্ডে আনলোড

ক) সংশ্লিষ্ট ট্রাফিক ইন্সপেক্টর (শেড/ইয়ার্ড) বরাবর (কাস্টমস্ কর্মকর্তা, কাস্টমস্ কার্গো শাখা, ট্রাফিক ইন্সপেক্টর, ট্রাক টার্মিনাল ওয়েব্রীজ/স্কেল শাখা ও ট্রাফিক ইন্সপেক্টর পোষ্টিং শাখা এর স্বাক্ষর সম্বলিত) নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র সিএন্ডএফ এজেন্ট/প্রতিনিধিকে প্রদর্শন করতে হবেঃ

১) মেনিফেস্ট ০৩ (তিন) কপি (কাস্টমস্ কর্মকর্তা কার্গো শাখা কর্তৃক সত্যায়িত)
২) ক্রু মেনিফেস্ট কপি।

খ) পূর্ণাঙ্গ কাগজপত্রাদি প্রাপ্তির পর এবং সংশ্লিষ্ট শেড/ইয়ার্ডে পর্যাপ্ত জায়গা খালি হওয়া সাপেক্ষে পন্য চালান শেড/ইয়ার্ডে তৎক্ষণাৎ আনলোড কার্যক্রম শুরু করা হবে।

গ) সংশ্লিষ্ট শেড ইনচার্জ লেবার হ্যান্ডলিং ঠিকাদার গ্রুপ/ইকুইপমেন্ট কে পণ্য চালানা আনলোডের জন্য রিকুইজিশন সরবরাহ করবে।

ঘ) সে অনুযায়ী পণ্যচালান শেডে আনলোড করা হবে।

ঙ) পণ্য চালান যথাযথ মাধ্যমে ডেভিভারী না হওয়া পর্যন্ত শেড/ইয়ার্ডে সংরক্ষিত অবস্থায় থাকবে।

বন্দরে আনলোডকৃত পণ্য সংরক্ষণ

ক) সংশ্লিষ্ট ট্রাফিক ইন্সপেক্টর (শেড/ইয়ার্ড) আনলোডকৃত পণ্য চালান সমূহ সংরক্ষণের যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেঃ

১) পণ্য চালান সঠিকভাবে সংরক্ষণের জন্য টালি কার্ড স্থাপন করবে।
২) পণ্য চালান সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
৩) আনলোডের পর হতে ডেলিভারী না হওয়া পর্যন্ত শেডে সংরক্ষিত অবস্থায় থাকবে।
৪) শেড ইনচার্জ ০১ কপি মেনিফেস্ট গ্রহণ করবে এবং সীলসহ স্বাক্ষর পূর্বক মন্তব্য লিখে মেনিফেস্ট শাখায় জমা করবে।

শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রাজস্ব আদায় কার্যক্রম

কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষ রাজস্ব আদায়ের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে রিলিজ অর্ডার প্রদান করবে। কাস্টমস্ রিলিজ অর্ডার প্রাপ্তির পর বন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দর এলাকা হতে পণ্য চালান ডেলিভারী কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

বন্দর হতে পণ্য চালান বিতরণ/ডেলিভারী কার্যক্রম

ক) সংশ্লিষ্ট পরিচালক (ট্রাফিক)/উপ-পরিচালক/সিনিয়র সহকারী পরিচালক(ট্রাফিক)/সহকারী পরিচালক(ট্রাফিক) বরাবর নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র সহ সকল সিএন্ডএফ এজেন্ট/প্রতিনিধিকে আবেদন করতে হবে।

১) মেনিফেস্ট কপি (সংশ্লিষ্ট সিএন্ডএফ এজেন্ট/প্রতিনিধিকে পণ্য চালানের মেনিফেস্ট কপি বন্দরের মেনিফেস্ট শাখা হতে উত্তোলন করতে হবে)
২) কাস্টমস্ রিলিজ অর্ডার কপি (পণ্য চালানের কাস্টমস্ রিলিজ অর্ডার কপি কাস্টমস্ হাউজ কর্তৃক প্রদত্ত)
৩) ইনভয়েজ/পার্কিং লিস্ট (সংশ্লিষ্ট কাস্টমস্ কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত)
৪) বিল অব এন্ট্রি (সংশ্লিষ্ট কাস্টমস্ কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত)
৫) সিআরএফ কপি (সংশ্লিষ্ট কাস্টমস্ কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত)

খ) বন্দরের সংশ্লিষ্ট রাজস্ব শাখা কর্তৃক সকল কাগজপত্র যাচা-বাছাই পূর্বক সঠিক পাওয়া গেলে এ্যাসেসমেন্ট শীট প্রস্তুত পূর্বক চালানের মাধ্যমে নির্ধারিত বন্দর মাশুল ব্যাংকে জমা সাপেক্ষে বন্দরের রিলিজ অর্ডার ইস্যু করা হবে।

গ) রিলিজ অর্ডার পাবার পর এক্সিট পাস ইস্যু করা হবে।

ঘ) এক্সিট পাস নিরাপত্তা ফটকে জমা দিয়ে আমদানিকৃত গাড়ি বন্দর এলাকা ত্যাগ করবে।

ঙ) কাস্টমস্ কর্তৃক প্রদত্ত রিলিজ অর্ডারসহ পূর্ণাঙ্গ কাগজপত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রতিদিনের দাখিলকৃত পণ্য চালান প্রতিদিন ডেলিভারীর মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়।

Evaluation Copy
PDF Creator Plus 4.0

রপ্তানি কার্যক্রম

ট্রাক টার্মিনাল (রপ্তানি)

সিএন্ডএফ এজেন্ট/প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট পণ্য চালানের কাগজপত্রাদি ট্রাফিক ইন্সপেক্টর, ট্রাক টার্মিনাল (রপ্তানি) বরাবর দাখিল করবে।

পোষ্টিং শাখা

ক) সংশ্লিষ্ট ট্রাফিক ইন্সপেক্টর (পোষ্টিং) বরাবর মেনিফেস্ট কপিসহ (কাস্টমস্ কার্গো শাখা এবং উক্ত টার্মিনালে নিয়োজিত কর্মকর্তার স্বাক্ষরিত) সিএন্ডএফ প্রতিনিধিকে পণ্য চালান পোষ্টিং নিতে হবে।
খ) বন্দরে পণ্যের ধরণ অনুযায়ী রপ্তানি শেড/ইয়ার্ডে জায়গা খালি থাকা সাপেক্ষে পোষ্টিং প্রদান করা হবে।

রপ্তানিকৃত পণ্য চালান আনলোড কার্যক্রম

কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন হলে রপ্তানিকৃত পণ্য চালান রপ্তানি শেডে আনলোড করা হবে।

(ক) কাস্টমস্ কর্মকর্তা (রপ্তানি) এর স্বাক্ষর সম্বলিত নিম্নবর্ণিত দলিলাদি সিএন্ডএফ এজেন্ট/প্রতিনিধিকে রপ্তানি শেড/ইয়ার্ডে কর্মরত ট্রাফিক পরিদর্শককে সরবরাহ করতে হবে।

১) রপ্তানি পণ্য চালানের শিপিং নাম্বারসহ পণ্য চালান আনলোডের অনুমতি পত্র।
২) সি.আর.এফ কপি।
৩) ইনভয়েস, প্যাকিং লিস্ট।

(খ) সংশ্লিষ্ট শেড ইনচার্জ লেবার হ্যান্ডলিং ঠিকাদার গ্রুপ/ইকুইপমেন্ট বিভাগকে পণ্য চালান আনলোডের জন্য রিকুইজিশন সরবরাহ করবে।

(গ) পূর্ণাঙ্গ কাগজপত্র প্রাপ্তির পর জায়গা খালি থাকা সাপেক্ষে পণ্য চালান শেড/ইয়ার্ডে আনলোড করা হবে।

(ঘ) ডেলিভারী না হওয়া পর্যন্ত রপ্তানিকৃত পণ্য চালান শেড/ইয়ার্ডে সংরক্ষিত অবস্থায় থাকবে।

Evaluation Copy
PDF Creator Plus 4.0

শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রাজস্ব আদায় কার্যক্রম

কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পণ্য চালানের রাজস্ব আদায়ের পর পণ্য চালান বন্দর এলাকা হতে ছাড় প্রদানের জন্য কাস্টমস্ রিলিজ অর্ডার সরবরাহ করা হয়। তদ্‌প্রেক্ষিতে বন্দর এলাকা হতে পণ্য চালান ডেলিভারী কার্যক্রম বন্দর কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করবে।

পণ্য চালান বিতরণ/ডেলিভারী কার্যক্রম

ক) সংশ্লিষ্ট সিনিয়র সহকারী পরিচালক(ট্রাফিক)/সহকারী পরিচালক(ট্রাফিক) বরাবর কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র সহ সকল সিএন্ডএফ এজেন্ট/প্রতিনিধিকে (নিজস্ব প্যাডে) পণ্য চালান ডেলিভারীর জন্য আবেদন করতে হবেঃ

১) পণ্য চালানের শিপিং নাম্বর সহ কাস্টমস্ রিলিজ অর্ডার;
২) কার পাস;
৩) সি.আর.এফ কপি;
৪) বিল অব এন্ট্রি;
৫) ইনভয়েস, প্যাকিং লিস্ট।

খ) বন্দরের সংশ্লিষ্ট রাজস্ব শাখা কর্তৃক সকল কাগজপত্র যাচাই-বাছাই পূর্বক সঠিক পাওয়া গেলে এ্যাসেসমেন্ট শীট প্রস্তুত পূর্বক চালানের মাধ্যমে নির্ধারিত বন্দর মাশুল ব্যাংকে জমা সাপেক্ষে রিলিজ অর্ডার ইস্যু করা হয়।

গ) রিলিজ অর্ডার পাবার পর যানবাহনে পণ্য বোঝাই সম্পন্ন হলে এক্সিট পাস ইস্যু করা হয়।

ঘ) এক্সিট পাস নিরাপত্তা ফটকে জমা দিয়ে রপ্তানী পণ্যবাহী ট্রাক বন্দর এলাকা ত্যাগ করবে।

সেবা প্রদানের সময় সীমা

- বন্দরের কার্যক্রম রবিবার হতে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সকাল ০৯.০০ টা হতে বিকাল ০৫.০০ টা পর্যন্ত চলবে (০১.০০ থেকে ০১.৩০ পর্যন্ত জোহরের নামাজের বিরতিসহ)।
- প্রতিদিন কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষের নিকট যতগুলো পণ্য চালান ডেলিভারীর জন্য রিলিজ করা হয় বন্দর হতে ততগুলো পণ্য চালান একই দিনে ডেলিভারী দেয়া হবে।
- আমদানিকৃত পণ্য চালান জরুরী ভিত্তিতে দেশের অভ্যন্তরে সরবরাহের প্রয়োজন হলে বিকাল ০৫.০০ টার পরেও পণ্যের ডেলিভারী প্রদান করা হবে।
- জরুরী প্রয়োজনে কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয়ক্রমে শুক্রবার ও শনিবার পণ্য সামগ্রী বন্দরে লোড ও আনলোড কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হবে।

অন্যান্য বিষয়াবলী

- বন্দরের পণ্য চালান আনলোডের তারিখ হতে পরবর্তী ০৩ দিন ফ্রি টাইম হিসাবে বন্দর মাশুলের ওয়্যারহাউজ চার্জ জমা দিতে হবে না।
- রপ্তানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে বন্দর মাশুল এর ওয়্যারহাউজ চার্জের ১০% মওকুফ করা হয়।
- ৩০ (ত্রিশ) দিনের উর্ধ্বে কোন প্রকার পণ্য চালান বন্দরে অবস্থান করলে কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষ নিলামে বিক্রির ব্যবস্থা করবে।
- বন্দর এলাকায় সকল ধরণের পণ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়।
- অগ্নি দূর্ঘটনা রোধকল্পে পর্যাপ্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- BOT ভিত্তিতে পরিচালিত বন্দর সমূহে একই ধরণের সেবা কার্যক্রম চালু আছে।

Evaluation Copy
PDF Creator Plus 4.0